দৈনিক বাংলা

03 JUL 1987

পৃষ্ঠা 12 কলাম 6

১৮ই আষাঢ় ১৩৯৪

030

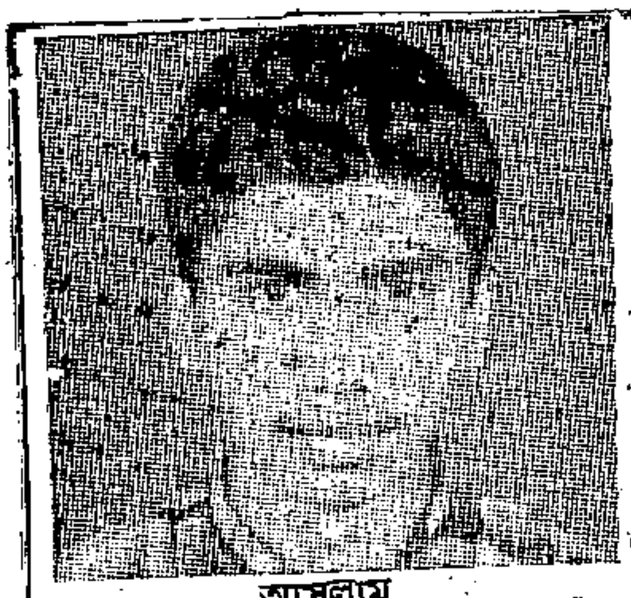

আসলাম

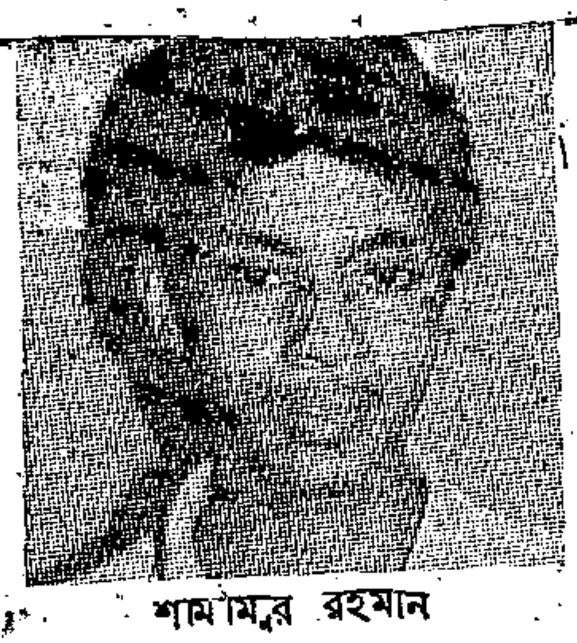

আসলাম স্থপতি হতে চায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

যশোর বোর্ডের মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের আসলাম খায়ের। সে ৪টি লেটারসহ ৮৩৭ নম্বর পেয়েছে।

আসলাম মনে করে: যে কেউ ভাল রেজাল্ট করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত লেখাপড়া।

আসলাম খায়ের স্থপতি হতে চায়।

আসলামের বাবা জনাব মো: আবুল খায়ের নারায়ণগঞ্জ কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের একজন প্রকৌশলী। আসলামের হবি ছবি আঁকা ও ক্রিকেট খেলা।

শামীমুর রহমান

শামীমের ঝোঁক ক্রিকেট খেলায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় অপর তৃতীয় স্থান অধিকারী শামীমুর রহমান। মোট নম্বর পেয়েছে ৮৩৪. লেটার মার্কস রয়েছে ৪টি বিষয়ে। শামীমুর মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ থেকে পাস করেছে।

শামীমুর কলেজের রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন ৩/৪ ঘন্টা করে পড়তো। তবে পরীক্ষার আগে এ সময় আরও দু' ঘন্টা বেড়েছিল। শামীমুর ইংরাজি ও অংকে দুজন প্রাইভেট টিউটরের সাহায্য নিয়েছে বলে জানায়। ভবিষ্যতে ও ডাক্তার হতে চায়। এখন ওর প্রিয় বিষয় অংক ও জীববিজ্ঞান।

শামীমুরের ঝোঁক রয়েছে ফুটবল, ক্রিকেট এবং দাবা খেলায়। কলেজের ক্রিকেট টীমে ও শ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্বাচিত হয়।

শামীমুমের বাবা অলিয়ার রহমান কাস্টমসের সুপারেনটেন্ডেন্ট। ওরা দু'ভাই এক বোন।

সৈয়দ ইশতিয়াক

ইশতিয়াক প্রতিদিন ১২ ঘন্টা করে পড়ত

(স্টাফ রিপোর্টার)

সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের ছাত্র ইশতিয়াক চারটি বিষয়ে লেটারসহ মোট ৮৩৪ নম্বর পেয়েছে।

ইশতিয়াক প্রতিদিন ১২ ঘন্টা লেখাপড়া করত। ওর দুজন গৃহশিক্ষক ছিল। ইশতিয়াক ভবিষ্যতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশুনা করতে চায়।

শিক্ষক বাবা-মার সন্তান ইশতিয়াককে দুজনেই লেখাপড়ায় উৎসাহ যুগিয়েছেন। ইশতিয়াকের বাবা সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেন জগন্নাথ কলেজের ভূগোলের সহযোগী অধ্যাপক, মা মিসেস সাঈদা পারভীন একটি গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা।